মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, নির্দেশনা এবং নির্বাচনী এশতেহার-২০১৮ এর এপ্রিল ২০২১ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বারটান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ
৪.	গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। কৃষি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে।	গবেষণামূলক কার্যক্রম ও কৃষি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখতে হবে। এ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টিস্তর উন্নয়ন তথা নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উল্লেখিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকের বসতবাড়িতে এবং শহরাঞ্চলের বাড়িতে পুষ্টিবাগান সৃষ্টিসহ কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির অভিঘাত মোকাবিলায় জনগণের পুষ্টিস্তর উন্নয়ন তথা ইমিউনিটি বৃদ্ধিতে উদ্বুদ্ধকরণ করার কার্যক্রম চলমান আছে। বর্তমান অর্থ বছর (২০২০-২১) ৩০ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ইমাম, পুরোহিত, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাঠকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি, কৃষাণ-কৃষাণি ও অন্যান্য পেশার কর্মজীবি শ্রমিকসহ মোট ৮০৬৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বারটান ২০১৮ সাল হতে ফলিত পুষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে শুরু করে। যার ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৫টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে আরো ১৫টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ বর্তমানের ন্যায় ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। যা চলমান আছে।
৮।	খাদ্যভিত্তিক পুষ্টি চাহিদা পূরণে ফলিত পুষ্টি গবেষণা বৃদ্ধি এবং বাংলামতি ও অন্যান্য স্থানীয় সুগন্ধি চালের জনপ্রিয়তা শহরাঞ্চলে বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে।	পুষ্টি চাহিদা পূরণে ফলিত পুষ্টি গবেষণা বৃদ্ধির হালনাগাদ তথ্য প্রদান অব্যাহত রাখতে হবে।	পুষ্টি চাহিদা পূরণে ফলিত পুষ্টি গবেষণা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বারটান নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজারে গবেষণাগার স্থাপন করছে। উল্লেখ্য বারটান ২০১৮ সাল হতে ফলিত পুষ্টি বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম স্বল্প পরিসরে শুরু করে। যার ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৫টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১৫টি, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ১২টি গবেষণা কার্যক্রম চলমান। এতদ্ব্যতিত ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রধান কার্যালয়সহ ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিজ্ঞানীদের গবেষণা প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
১৬।	কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা, অকৃষি কাজে কৃষি জমির ব্যবহার সীমিত রাখা এবং কৃষি জমি যাতে নষ্ট না হয় সে লক্ষ্যে যত্রতত্র স্থাপনা করা যাবে না।	দপ্তর/সংস্থার আওতায় যে সমস্ত জমি রয়েছে তা কৃষি কাজে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অনুমোদিত মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে স্থাপনা নির্মিত হচ্ছে।